দৈনিক বাংলা
MAR 1987 ... পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৭ ...
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
13

এসএসসি পরীক্ষায় শহরে এবং গ্রামে

হে[illegible] MAR 1987

এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ব্যবহারিক পরীক্ষা কোথাও চলছে—কোথাও বা দু একদিনের মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে। আশা করা যায়, এপ্রিলের পয়লা সপ্তাহের মধ্যেই ব্যবহারিক পরীক্ষা পর্বও সম্পন্ন হয়ে যাবে।

এবারের এসএসসি পরীক্ষা একটি বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নের জন্ম দিয়েছে—তা হচ্ছে পরীক্ষায় দুর্নীতি বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষ কি সত্যিকারেই অপারগ? যদি আন্তরিক হন তারা প্রচেষ্টায় বাধা কোথায় তবে? কেবল শহর এলাকায় সফল হয়ে কেন ব্যর্থ হলেন শহরের বাইরে?

প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রই জানেন, এবার এসএসসি পরীক্ষার দুটো ছবি। শহরে এক রকম—শহরের বাইরে আর। খোদ রাজধানীতে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো শান্ত, শৃংখলাপূর্ণ, টু শব্দটি নেই কোথাও। ওয়ার্নিং বেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল গেট তালাবন্ধ, টিফিনে শত রোদ-বৃষ্টিতেও গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকবৃন্দ—বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রশ্রয় পায়নি। পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী ঘাড় ফেরালেও শাস্তি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পরীক্ষা তার যথার্থরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কী চিত্র শহরতলীতে? গ্রামে-গঞ্জে? প্রতিটি শহর যেখানে সুচারু নিয়ম পালনে ব্রতী—সেখানে মাত্র কিছুটা দূরেই ভিন্ন দৃশ্য। পরীক্ষার কেন্দ্রগুলো বহিরাগতের পদচারনায় মুখর, ভিড়াক্রান্ত। পরীক্ষা হলের চারদিকে নকল সরবরাহকারীর সদম্ভ বিচরণ।

সংশ্লিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রী পরীক্ষা দেয়ার যোগ্যতা হারাবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান জবাবদিহির আওতায় পড়বে।

কিন্তু এতেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া গেলো না। অর্থাৎ ঠিক পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে 'গ্রামে চলো' নীতির পরিবর্তন ঘটলো না। এ কারণেই আবার নতুন নিয়ম জারি হলো—দশম শ্রেণীতে উঠলেই আর স্কুল বদল চলবে না, ভর্তিও না, বদলিও না। আশা করা গেলো, এর ফলে নির্বাচনী পরীক্ষায় ব্যর্থ পরীক্ষার্থীরা যেনতেন প্রকারে একটি বদলিপত্রের মাধ্যমে শহর ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে ভবতরী পার হওয়ার চেষ্টা করতে পারবে না।

কিন্তু সকলি গরলে ভেল। এতো কিছুর পরেও বহাল রইল সেই পুরনো খেলা।

শহরতলির বিদ্যালয়গুলোতে আকস্মিকভাবে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ে কি করে—এই একটিমাত্র প্রশ্নের জবাবেই সমস্যাটি সঠিকভাবে চিহ্নিত হতে পারবে। যেখানে নিয়ম রয়েছে বছরের নির্দিষ্ট সময়সীমার পরে আর শিক্ষার্থী লেনদেন চলবে না, সেখানে রাতারাতি শহরতলির প্রতিষ্ঠানগুলো এতো ছাত্রছাত্রী পায় কোথা থেকে? এর পেছনে কি ধন্বন্তরি কাজ করে তদন্ত করে দেখা দরকার।

ওপর থেকে নীতির প্রক্ষেপণ ও নিয়ম চালু করণই যে সফলতার একমাত্র শর্ত নয়, এ দৃষ্টান্তটি দিয়েই তা পুনরুচ্চারণ করা যায়। ব্যাধিটি উপড়ে ফেলতে হলে রোগ নির্ণয় করে উপরি দাওয়াইয়ে কাজ হবে না। আরও গভীরে যেতে হবে। সে